দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে

মামুন-অর-রশিদ

অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রসমূহ মুখ থুবড়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর বিগত ৮২ বছরে মোট ২৬টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও কোন প্রতিষ্ঠান জাতীয়ভাবে সাড়া জাগানোর মতো কোন গবেষণা ফল দেখাতে পারেনি, এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে গবেষণা কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট মহলসহ বিভিন্ন মহল অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কথাই বার বার বলেছেন। উচ্চ শিক্ষার একটি মৌলিক কার্যক্রম গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পিছিয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর নামকাওয়াস্তে গড়ে ওঠা এ গবেষণা কেন্দ্রসমূহের বিষয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার কথা শোনা গেলেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বাজেটে গবেষণা কেন্দ্রসমূহে ব্যাপক বরাদ্দের দাবি আসছে. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেছেন, গবেষণা কেন্দ্রসমূহ কার্যকর করতে হলে অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত পর্যায়ে বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০২-২০০৩ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে ২৬টি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মোট ৯২ লাখ ৩০ হাজার টাকা। এতে প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্র সর্বোচ্চ গড়ে প্রায় তিন লাখ টাকা পাবে। এই শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট বাজেট বরাদ্দ ৮৮ কোটি ৯৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকা। এই বাজেটের শতকরা এক দশমিক শূন্য চার ভাগ ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে গবেষণা খাতে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য. বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের শতকরা ৬৬ দশমিক শূন্য তিন ভাগ ব্যয় হয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের জন্য। এর মধ্যে শিক্ষকদের বেতন বাবদ ৩৪ দশমিক ৯৯ ভাগ, অফিসারদের বেতন শতকরা ৮ দশমিক ৩৫ ভাগ, কর্মচারীদের বেতনের জন্য ব্যয় হয় শতকরা ২২ দশমিক ৬৯ ভাগ। এ ছাড়া পেনশন খাতের জন্য ব্যয় হয় শতকরা ১০ দশমিক ৩৪ ভাগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতসহ সাধারণ কার্যক্রমে ব্যয় হয় শতকরা ১৪ দশমিক ২৩ ভাগ। ৮৮ কোটি ৯৪ লাখ টাকার মোট বরাদ্দের ১১ দশমিক ৬৫ ভাগ অর্থাৎ ১০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় হয় শিক্ষা সহায়ক খাতে। এখান থেকে গবেষণা খাতে দেয়া হয় মাত্র ৯২ লাখ টাকা। যা মোট বরাদ্দের শতকরা এক দশমিক শূন্য চার ভাগ, শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের শতকরা ৮ দশমিক ৯ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয় গবেষণা খাতে। এই বরাদ্দ দিয়ে গবেষণা কেন্দ্রসমূহের বার্ষিক পরিচর্যার পর দু-একটা সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ছাড়া মৌলিক কোন গবেষণা সম্ভব হচ্ছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রসমূহের মধ্যে ভারি ভারি নামের কতগুলো গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে, যেগুলোর প্রকৃতপক্ষে সে রকম কোন কাজ নেই। এ পর্যন্ত গড়ে ওঠা ২৬টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা, ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা, নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষণা কেন্দ্র, এনার্জি পার্ক, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ব-দ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র (ভূতত্ত্ব), সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার, দুর্যোগ গবেষণা প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশের সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি ইত্যাদি। ২৬টি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ দেয়া ৯২ লাখ টাকার মধ্যে গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয় ২৫ লাখ টাকা। এই ৯২ লাখ টাকা থেকে ২৬টি কেন্দ্র ছাড়া অন্যান্য বিশেষ গবেষণার জন্য আলাদা করে নেয়া হয় ১২ লাখ টাকা। তাহলে ২৬টি গবেষণা কেন্দ্রের জন্য প্রকৃত বরাদ্দ থাকে ৫৫ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের শতকরা দশমিক সাত ভাগ। এই হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতের প্রকৃত অবস্থা। ৫৫ লাখ টাকা, ২৬টি গবেষণা কেন্দ্রে বরাদ্দ দিতে হলে বিশেষ কোন গবেষণা কেন্দ্রকে একটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে সেখানে আড়াই লাখ থেকে তিন-সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দিতে হয়। ফলে কোন কোন কেন্দ্রকে এক লাখ দেড় লাখ টাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এক-দেড় লাখ টাকায় গবেষণা কাজের 'পানি-গরম'ও হয় না বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক পরিচালক জানিয়েছেন।

এসব গবেষণা কেন্দ্রের অধিকাংশের ক্ষেত্রে স্থায়ী কোন পরিচালক নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একাডেমিক বিষয়ের এক শিক্ষক খণ্ডকালীন পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন, যাঁর সম্মানীর কিছু অর্থ এই বরাদ্দ থেকে যায়, এ ছাড়া প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্রের স্টাফ সাপোর্ট, জায়গাও সীমিত, কোন রকম একটা কক্ষে একটা সাইনবোর্ড লাগিয়েই খোলা হচ্ছে গবেষণা কেন্দ্র। হতদরিদ্র অবস্থার কারণে কার্যত গবেষণা কেন্দ্রসমূহ অচলায়তন ভাঙতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক একেএম নূর-উন-নবী জনকণ্ঠকে বলেছেন, 'গবেষণা কেন্দ্রসমূহ যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কার্যত তার কিছুই করতে পারছে না। কেন পারছে না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মূল সঙ্কট গবেষণা কেন্দ্রসমূহে অর্থ যোগানের ক্ষেত্রে মাত্রাহীন সীমাবদ্ধতা।